ALL INDIA RADIO, SILCHAR

****

EVENING BULLETIN : BENGALI

Date: - 06-07-2024

Time: 19:45-19:55 Hrs

---

১) আগামী ২২ জুলাই থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশন/ ২৩ জুলাই ২০২৪ -২৫ অর্থবছরের বাজেট দাখিল।

২) আসামের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত/ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আজ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে ফোনে রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

৩) বরাক উপত্যকার বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নত।

এবং

৪) নীতি আয়োগের সম্পূর্ণতা অভিযানের অধীনে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় কার্যসূচী অব্যাহত।

সংসদের বাজেট অধিবেশন আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হবে । কেন্দ্রীয় সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আজ সামাজিক মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন যে এই অধিবেশন ১২ আগষ্ট পর্যন্ত চলবে । তিনি

বলেছেন যে আগামী ২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সংসদে ২০২৪ - ২৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করবেন। শ্রী রিজিজু আরো জানিয়েছেন যে সরকারের পরামর্শ অনুসারে আসন্ন এই বাজেট অধিবেশন সংক্রান্ত প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যেই অনুমোদন জানিয়েছেন । অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সীতারমণ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে অর্ন্তবর্তী বাজেট উত্থাপন করেছিলেন । এবারের বাজেটে দেশের দ্রুত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা সহ আরো বেশী নিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই এই বাজেটের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছর দেশ দরিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছেন । উল্লেখ্য যে ভারতীয় অর্থনীতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ হারে যে উন্নয়ন লাভ করেছিল সেই গতি আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে । সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকশিত অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত ভারতের মুদ্রাস্ফীতি ৫ শতাংশের থেকেও নিম্নগামী রয়েছে ।

রাজ্যে এবছরের বন্যায় ৩০ টি জেলার ২৪ লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । বিগত ২৪ ঘন্টায় বন্যায় রাজ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হয়নি । তবে রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে কৃত্রিম বন্যার ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি হওয়া সহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা
ব্যাহত হয়েছে । এদিকে ভারতীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের পূর্বাভাস অনুসারে আপার আসামের বিভিন্ন স্থানে অবিরাম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ মূখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসামের জন্য এই প্রত্যাহ্বানপূর্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভবপর সবধরণের সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস দেন । এন ডি আর এফ এবং এস ডি আর এফ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের উদ্ধার ও তাঁদের সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করছে বলেও শ্রী শাহ উল্লেখ করেন ।

এদিকে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রণজিৎ কুমার দাস আজ ডিব্রুগড় পৌর নিগমের কার্যালয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে জেলার কৃত্রিম বন্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মতামত গ্রহণ করেন । শিক্ষা ,জনজাতি পরিক্রমা ইত্যাদি বিভাগের মন্ত্রী ডা:রণোজ পেগু লখিমপুর জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলার উন্নয়ন আয়ুক্ত ,রাজস্ব চক্র আধিকারিক, খন্ড উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন । জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা আজ মরিগাঁও জেলার মায়ং রাজস্ব চক্রের অধীনে সনকা অঞ্চল পরিদর্শন করে বন্যা ও ভূমি ধ্বসের সামগ্রিক পরিস্থিতি নীরিক্ষণ করেন ।
এদিকে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশঃ
উন্নতি হচ্ছে । উপত্যকার সবকটি নদীর জল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করায় জনসাধারণের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছে । তবে নীচু এলাকার বন্যাক্রান্ত লোকেরা এখনো বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন । তিন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিবিরগুলিতে ত্রাণ বিতরন অব্যাহত রয়েছে ।

এদিকে উপত্যকার তিন জেলার মধ্যে এবারের বন্যায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করিমগঞ্জ জেলার ৪৯ টি গ্রাম রয়েছে । জেলায় বর্তমানে ৪০ টি আশ্রয় শিবির স্থাপন করে প্রায় ২ হাজার ৫০০ লোককে আশ্রয় দেবার ব্যাবস্থা করা হয়েছে । বন্যা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জেলার সব সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্দেশ জারী না করা পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ।

রাজ্যের শিল্প , বানিজ্য ও সাংস্কৃতিক পরিক্রমা মন্ত্রী বিমল বরা আজ যোরহাট আবর্ত ভবনে জেলা দূযোগ ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের এক পর্যালোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন ।সভায় সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি ও এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় গ্রহণ করা বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় ।মন্ত্রী জেলাগুলির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে খোজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে দূযোগের সময় জনসাধারণের কাছে থেকে সহযোগীতা করতে নির্দেশ দেন ।এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে সাহায্য , চিকিৎসা সেবা , বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ

অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লাভ করতে পারেন তাতে দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।একইভাবে সড়ক , বিদ্যালয় ও সরকারী সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির পরিমান সঠিকভাবে নিরুপন করে করে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্তা গ্রহণ করতে মন্ত্রী পরামর্শ দেন । তিনি জলসম্পদ , লোকনির্মাণ , কৃষি , চিকিৎসা , পশু চিকিৎসা , শক্তি ইত্যাদি বিভাগকে সময়মতো প্রস্তুত থেকে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে আহ্বান জানান ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এম-বি-বি-এস কোর্সে ভর্তীর জন্য গ্রহণ করা নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের কাউনসিলিং-এর পূর্ব নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে যে খবর প্রচারিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অবিহিত করেছেন । উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই সম্পর্কে ভূয়ো তথ্য প্রচারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নাড্ডা আজ এই স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন ।

দেশের বৃহৎ সংখ্যক নাগরিকের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নীতি আয়োগের সর্ববৃহৎ কর্মসূচী সম্পূর্ণতা অভিযান রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলা সহ বাক্সা , ধুবরী , দরং , বরপেটা , গোয়ালপারা , ওদালগুড়ি , ডিমাহাসাও সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলাকে অর্ন্তভুক্ত করে এই কার্যসূচি আরম্ভ হয়েছে ।গোয়ালপারা জেলার লক্ষিপুরে আজ এই অভিযানের কার্যসূচি শুরু হয়েছে । আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনমাসব্যাপী শুরু করা এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সব জেলা এবং খন্ড উন্নয়ন এলাকায় সামাজিক মোট ১২টি সূচকাঙ্কের ক্ষেত্রে ১শো শতাংশ পরিপূর্ণতা লাভ করা ।

এই অভিযানের অধীনে কাঙ্খিত জেলা এবং খন্ড উন্নয়ন এলাকাগুলিতে মূলত প্রথম তিনমাসে পঞ্জীয়নভুক্ত প্রসূতির সংখ্যা , সংহত শিশু বিকাশ সেবার অধীনে প্রসূতির পরিপূরক খাদ্য যোগান , শিশুর সম্পূর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধির হার , সরকারে ২০১৫ সালে কৃষকদের জন্য গৃহীত সয়েল হেলথ কার্ডের মাধ্যমে মাটির নমুনা সংগ্রহের হার বৃদ্ধি করা , প্রত্যেকটি উন্নয়ন খন্ডে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত , রোগীদের শনাক্ত করার

হার বৃদ্ধি করা এবং একটি নিদৃষ্ট খন্ড উন্নয়ন এলাকায় থাকা মোট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী আর্থিক সহায়তা লাভ করা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হার , বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকা মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের হার তথা আরম্ভ হওয়ার একমাসের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ শেষ করার হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । তিনমাস ব্যাপী সম্পূর্ণতা অভিযানের অংশ হিসেবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ জেলা তথা খন্ড উন্নয়ন আধিকারিকরা গ্রাম সভা , নাটক , পৌষ্টিক আহার মেলা , স্বাস্থ্য শিবির , প্রদর্শনী , সচেতনতা শিবির এবং সমদল ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করবেন ।

আসাম সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা সেতু অ্যাপে ৩৩ টি জেলার ৪ হাজার ৯০৭ জন শিক্ষক দীর্ঘদিক থেকে অনুপস্থিত থাকা প্রকাশিত হয়েছে ।এসম্পর্কে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ন কোওর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্তকে পত্র প্রেরণ করেছেন ।এই পত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিদর্শক বা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের সহযোগীতায় অনুসন্ধান করে অনুপস্থিতির কারণ সহ প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত শিক্ষকের বেতন বন্ধ রাখতে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে ।বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী তিনসুকিয়া জেলায় সর্বাধিক ৪২৪ জন শিক্ষক শিক্ষা সেতু এ্যাপে দীর্ঘদিন থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন । এদিকে করিমগঞ্জ জেলায় ২০২ জন শিক্ষক ঐ এ্যাপ অনুযায়ী অনুপস্থিত রয়েছেন ।

তামাক পণ্য আইন (সি ও টি পি এ) লঙ্ঘন মোকাবিলায় আজ শিলচরে আইন প্রয়োগকারী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় । কাছাড় জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো জেলায় এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ জোরদার করা এবং নিয়মিতভাবে সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক পণ্য আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ।প্রশিক্ষণে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের নোডাল আধিকারিক ডা:রত্না চক্রবর্তী ,এন সি ডি সমন্বয়কারী পিয়ালী চক্রবর্তী ,আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের জেলা স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপক

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য রাজ্য প্রকল্প সমন্বয়কারী সত্যজিৎ দাস প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন ।এছাড়া জেলার বিভিন্ন থানার উপ-পরিদর্শক সহ পরিবহন ও শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরাও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নেন ।